

Savings Policy and Profit Distribution System in Islamic Banking : Problems and Ways Out

Abdullah Masum* Obaidur Rahman Hammad**

ABSTRACT

Thoughts of Islamic banking has essentially begun as a preventive measure against usurious banking system. That is why, some ideological aspects of Islamic economics had to be given way in the beginning as 'interim' considerations. One of those 'interim' issues is the interest-bearing banking savings system. In keeping with this, the DPBM' (Daily Product Basis Method) method was approved on a temporary basis. This method is valid though; However, it does not reflect the ideal application of Mudarabah due to various reasons. Islamic banking is now almost half a century old. Many contemporary jurists feel that there is a need to think and research a more sustainable model for Islamic banking in addition to those 'interim' considerations. This article has proposed some ideal and unique outlines and models for Islamic banking through a review of conventional savings systems. The 'Trading House Model' has been proposed as the prime ideological model and it will be managed on the basis of Mudarabah and Shirkat. Besides, loan-based savings house model and waqf house model have also been proposed through deductive method. The author argues that although there are complications in the implementation of these models, it would not be fitting to practice the Islamic banking model based on the ongoing Murabaha, DPBM system.

Keywords: Banking Savings Policy, Daily Product Based Method, Mudarabah, Banking Model, Profit Distribution.

ইসলামী ব্যাংকিং-এ সঞ্চয় নীতি ও মুনাফা বণ্টন পদ্ধতি : সমস্যা ও উত্তরণ উপায় সারসংক্ষেপ

ইসলামী ব্যাংকিং চিন্তা শুরু হয়েছে মূলত সুদী ব্যাংকিং পদ্ধতির প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা হিসাবে। যে কারণে শুরুতে 'অন্তর্বর্তীকালীন' বিবেচনায় ইসলামী অর্থনীতির

আদর্শিক কিছু বিষয়ে ছাড় দিতে হয়েছিল। সেই 'অন্তর্বর্তীকালীন' বিষয়গুলোর অন্যতম হলো, সুদী ব্যাংকিং সঞ্চয় পদ্ধতি। একে বহাল রাখতে গিয়ে 'ডিপিবিএম' (ডেইলী প্রডাক্ট বেসিস মেথড) পদ্ধতি সাময়িককালের বিবেচনায় অনুমোদন দেয়া হয়েছিল। এ পদ্ধতি যদিও বৈধ; তবে এতে মুদারাবার আদর্শিক প্রয়োগ নানা কারণে প্রতিফলিত হয় না। বর্তমানে প্রায় অর্ধশতাব্দীকাল অতিক্রম করছে ইসলামী ব্যাংকিং। যুগসচেতন বিদ্বন্ধ ফকীহগণের অনেকেই মনে করেন এখন সেই 'অন্তর্বর্তীকালীন' বিবেচনাগুলোর পাশাপাশি ইসলামী ব্যাংকিং এর জন্য আরও টেকসই কোনও মডেল নিয়ে চিন্তা ও গবেষণা করা দরকার। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে প্রচলিত সঞ্চয় পদ্ধতির পর্যালোচনার মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংকিং এর জন্য আদর্শ ও স্বতন্ত্র কিছু রূপরেখা ও মডেল প্রস্তাব করা হয়েছে। মূল আদর্শিক মডেল হিসাবে 'ট্রেডিং হাউজ মডেল' প্রস্তাব করা হয়েছে। যা মুদারাবা ও শিরকতের ভিত্তিতে পরিচালিত হবে। পাশাপাশি অবরোহ পদ্ধতির মাধ্যমে করজ ভিত্তিক সেভিং হাউজ মডেল ও ওয়াকফ হাউজ মডেলও প্রস্তাব করা হয়েছে। এসব মডেল বাস্তবায়নে জটিলতা থাকলেও চলমান মুরাবাহা, ডিপিবিএম পদ্ধতি ভিত্তিক মডেল অনুশীলন অব্যাহত রাখা সমীচীন নয়।

মূলশব্দ: ব্যাংকিং সঞ্চয় নীতি; ডেইলী প্রডাক্ট বেইসড মেথড; মুদারাবা; ব্যাংকিং মডেল; মুনাফা বণ্টন।

ভূমিকা

প্রচলিত ইসলামী ব্যাংকিং এর যাত্রা শুরু হয় সুদভিত্তিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার বিকল্প হিসাবে। এর পেছনে উদ্দেশ্য ছিল, সুদী ব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে আসা। যে কারণে তখন সরাসরি ব্যাংকিং ব্যবস্থাকেই 'ইসলামী ব্যাংকিং' নামে বিকল্প চিন্তা করা হয়েছিল। শুরুকালীন চিন্তায় ব্যবসা ও ব্যাংকিং-দুটিকে সমন্বয় করার চেষ্টা করা হয়েছিল। যে কারণে সুদী ব্যাংকিং এর অনেক নীতি-কৌশলই প্রায় অক্ষুণ্ণ রেখে ইসলামীকরণের প্রাথমিক চিন্তা করা হয়েছিল। যেমন, মুরাবাহা নীতি, বাইয়ে মুআজ্জাল নীতি, সঞ্চয় নীতি, মুনাফা বণ্টন পদ্ধতি ইত্যাদি। শুরু কালে 'অন্তর্বর্তীকাল বিবেচনায়' (The transitional period) এ চিন্তা হয়তো ঠিক ছিল। কারণ আমাদের বিদ্যমান সমাজ ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা এখনও পুরোপুরি সুদমুক্ত নয়। এ পরিস্থিতিতে বিদ্যমান ইসলামী ব্যাংকিং অবকাঠামো দোষণীয় নয়। তবে এর পাশাপাশি আদর্শিক ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা ও চিন্তা চলমান থাকা জরুরী। বিশেষত ইসলামী ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠার প্রায় অর্ধশতাব্দীর পর এসে এ ধরনের আলোচনা সময়োপযোগী। এর মাধ্যমে মানবিক অর্থনীতি আরও অধিক বিকশিত হবে। ইসলামী অর্থনীতির মূল সৌন্দর্য্য ফুটে ওঠবে। এখন তো পূঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায়ও নৈতিক, মানবিক ও সামাজিক অর্থনীতির প্রতি জোর দেয়া হচ্ছে। এ সময়ে এসে আমাদের ইসলামী অর্থনীতির আরও বেস্ট মডিউল (Superior) নিয়ে আলোচনা করার প্রয়োজন রয়েছে। আদর্শিক পদ্ধতি ও মডিউল-এর আলোচনার নানা দিক রয়েছে। যেমন, মুনাফা বণ্টন পদ্ধতি, একাউন্টিং পদ্ধতি, সঞ্চয় গ্রহণ পদ্ধতি ইত্যাদি। বক্ষ্যমাণ

* Mufti Abdullah Masum is a Certified Shariah Advisor and Auditor (CSAA), AAOIFI from Bahrain and Senior assistant Mufti at Jamiah Shariyyah, Malibag, Dhaka, e-mail: masum.jsmalibag@gmail.com

** Mufti Obaidur Rahman Hammad (CSAA), Senior Deputy Mufti at Jamia Darul Uloom Motijhil, Dhaka, Bangladesh.

প্রবন্ধে কেবল সঞ্চয় গ্রহণ পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা হবে। বিদ্যমান ইসলামী ব্যাংকিং-এ উক্ত পদ্ধতি কিভাবে আছে, এর চেয়েও ভালো পদ্ধতি কেমন হতে পারে-সেটিই আলোচনার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

বিদ্যমান পদ্ধতিতে শরী'য়া ও অর্থনৈতিকভাবে কী কী সমস্যা আছে, তা নিয়েও আলোচনা করা হবে। আশা করছি ইসলামী ব্যাংকিং এর শরী'য়া ভিত্তিক অগ্রযাত্রায় এ প্রবন্ধ অবদান রাখতে সক্ষম হবে ইনশাআল্লাহ।

প্রচলিত ব্যাংকিং সঞ্চয় পদ্ধতি

প্রচলিত ব্যাংকিং এর একটি বড় বৈশিষ্ট্য হল, এখানে অগণিত ডিপোজিটর/সঞ্চয়কারী প্রতিনিয়ত প্রবেশ করে। তাছাড়া দৈনিক বহু মানুষ টাকা যেমন জমা করে, তেমনি টাকা উত্তোলনও করে। ব্যাংক এ প্রায়ই দুটি সারি দেখা যায়, এক দিকে মানুষ টাকা জমা করছে আর অন্য দিকে টাকা তুলে নেয়া হচ্ছে (Withdraw)। এমনকি এখন এই দুই কাজের জন্য ব্যাংকেও যেতে হয় না। বুথের মাধ্যমেই টাকা যেমন তুলে নেয়া যায়, জমাও করা যায়। যারা জমা করছেন, তাদের মাঝে বহু স্তর আছে। কেউ দীর্ঘ মেয়াদে জমা করেন। কেউবা স্বল্প মেয়াদে। অনেকেই আবার যখন-তখন নগদ তুলে নিতে চান। মোটকথা, প্রতিনিয়ত প্রবেশ (একাউন্ট ওপেন করা বা টাকা জমা করা) ও বের হওয়া বা করা (একাউন্ট ক্লোজ করা বা টাকা তুলে নেয়া)-প্রচলিত ব্যাংকিং এর মূল বৈশিষ্ট্যসমূহের একটি। এছাড়া টাকা জমার পদ্ধতিও বহু রকম। কোনোটা স্বল্প মেয়াদী এবং কোনোটা দীর্ঘ মেয়াদী। এক কথায় পুরো বিষয়টিকে সহজে আমরা 'ব্যাংকিং সঞ্চয়নীতি' (Banking Savings Policy) বলতে পারি।

ব্যাংকিং সঞ্চয়নীতি ও ইসলামী ব্যাংকিং

প্রচলিত ব্যাংকিং ধারার উক্ত সঞ্চয়নীতিকে বহাল রেখে ইসলামী ব্যাংকিং করতে হলে প্রথমেই উক্ত সঞ্চয়নীতিকে কিভাবে ইসলামী ব্যাংকিং-এ প্রয়োগ করা হবে তা চিন্তা করতে হবে। কারণ ইসলামী ব্যাংকিং-এ মানুষ যুক্ত হয় (কারেন্ট একাউন্ট ব্যতীত) মুদারাবা চুক্তির অধীনে। আর মুদারাবা চুক্তির মূল হল মুনাফা বণ্টন পদ্ধতি সুষ্ঠুভাবে প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা। প্রচলিত ব্যাংকিং সঞ্চয় নীতিতে যখন-তখন টাকা তুলে নেয়া হয়, জমা করা হয়। এমনকি মুনাফা বণ্টনের এক-দু'দিন আগেও একাউন্ট খোলা হয় অথবা টাকা জমা করা হয়। সেক্ষেত্রে মুদারাবা পদ্ধতিতে মুদারাবা মূলধন গ্রহণ নীতি কেমন হবে, এ ভিত্তিতে মুদারাবার মুনাফা বণ্টন নীতিই বা কিভাবে প্রণীত হবে- এগুলো জটিল প্রশ্ন। এসব প্রশ্নের সমাধান নিয়ে নানা চিন্তাভাবনা করা হয়েছে। বিভিন্ন মডেল উদ্ভাবন করা হয়েছে। এখানে দুটি মডেল নিয়ে আলোচনা করা হল-

প্রথম মডেল: গড় ব্যালেন্স পদ্ধতি (Average Balance Method)

এ পদ্ধতির মূল কথা হল, মুনাফা বণ্টনের সময় প্রতি মাসের গড় হিসাব দেখা হবে, পুরো সময়ব্যাপী গ্রাহকের একাউন্টে জমার গড় স্থিতি কত ছিল, সেটির উপর ভিত্তি করে মুনাফা বণ্টন হবে। এটি তিন ভাবে হতে পারে। যথা:-

এক. মাসের সর্বনিম্ন গড় স্থিতি (Monthly Minimum Balance)

দুই. মাসের সর্বোচ্চ গড় স্থিতি (Monthly Maximum Balance)

তিন. মাসের সার্বিক গড় স্থিতি (Monthly Average Balance)

একটি উদাহরণ দেয়া যাক।

যায়েদ একটি ইসলামী ব্যাংকে মুদারাবা একাউন্ট খুলেছে। পুরো মাসব্যাপী সে উক্ত একাউন্টে টাকা জমা করছে এবং বেরও করছে। তার প্রতিদিনের একটি সম্ভাব্য ব্যালেন্সশীট হবে এরকম-

তাং	ব্যালেন্স	তারিখ	ব্যালেন্স	তারিখ	ব্যালেন্স	তারিখ	ব্যালেন্স
১/০১	১২০০০	৯/০১	১২০০০	১৭/০১	৩০০০	২৫/০১	২০০,০০০
২/০১	১২০০০	১০/০১	১২০০০	১৮/০১	৩০০০	২৬/০১	২০০,০০০
৩/০১	১২০০০	১১/০১	১২০০০	১৯/০১	৩০০০	২৭/০১	২০০,০০০
৪/০১	১২০০০	১২/০১	১২০০০	২০/০১	৩০০০	২৮/০১	২০০,০০০
৫/০১	১২০০০	১৩/০১	১২০০০	২১/০১	৩০০০	২৯/০১	২০০,০০০
৬/০১	১২০০০	১৪/০১	১২০০০	২২/০১	৩০০০	৩০/০১	২০০,০০০
৭/০১	১২০০০	১৫/০১	১২০০০	২৩/০১	৩০০০	৩১/০১	২০০,০০০
৮/০১	১২০০০	১৬/০১	৩০০০	২৪/০১	২০০,০০০	সর্বমোট	১,৮০,৪০০০

চিত্র: ০১

বিশ্লেষণ

এখানে দেখা যাচ্ছে, প্রথম ১৫ দিন পুঁজি ছিল ১২ হাজার টাকা। এরপর ১৬-২৩ তারিখ পর্যন্ত ছিল ৩ হাজার টাকা। এরপর ২৪-৩১ তারিখ পর্যন্ত পুঁজি বৃদ্ধি হয়ে ২ লক্ষ ছিল। এখন ব্যাংক যখন জানুয়ারী শেষে হিসাব করবে, তখন তার সামনে তিনটি সম্ভাব্য পদ্ধতি হতে পারে। যথা:-

এক. উক্ত মাসে যায়েদের সর্বোচ্চ যে পুঁজি ছিল, সেটিকে মূল ধরে হিসাব করা হবে। অর্থাৎ ২ লক্ষ টাকার উপর মুনাফা প্রদান করা হবে। একে Monthly Maximum Balance বলা হয়। কিন্তু এতে সমস্যা হল, এ পদ্ধতিতে মাত্র ৮দিন তার দুই লক্ষ টাকা ছিল। সুতরাং এর উপর ভিত্তি করে মুনাফা প্রদান করা হলে তা অন্যদের প্রতি যুলুম করা হবে।

দুই. উক্ত মাসে যায়েদের সর্বনিম্ন যে পুঁজি ছিল, সেটিকে মূল ধরে হিসাব করা হবে। অর্থাৎ ৩ হাজার টাকার উপর মুনাফা প্রদান করা হবে। একে Monthly Minimum Balance বলা হয়। কিন্তু এতে সমস্যা হল, এ পদ্ধতিতে মাত্র ৮দিন তার তিন হাজার টাকা ছিল। সুতরাং এর উপর ভিত্তি করে মুনাফা প্রদান করা হলে তার প্রতি ইনসাফ করা হলো না।

তিন. উক্ত মাসে যায়েদের গড় পুঁজি বের করা হবে। এর পদ্ধতি হল, পুরো ৩১ দিনে যে পরিমাণ টাকা ছিল, তা ৩১ দিনে ভাগ করা হবে। এতে যে ভাগফল আসবে সেটিই তার গড় পুঁজি বলে বিবেচিত হবে। যেমন, সর্বমোট পুঁজি: ১,৮০,৪০০০/-টাকা ÷ ৩১

= ৫৮১৯৪/-। সুতরাং তার গড় পুঁজি আটাল্ল হাজার একশত চুরানব্বই টাকা। এর উপর মুনাফা প্রদান করা হবে।

পাকিস্তানের জামিয়াতুর রশীদ এর আলিমগণের প্রস্তাবনা হল, উক্ত গড় ব্যালেন্স পদ্ধতিতে মুনাফা হিসাব করা। এটি অধিক ভারসাম্যপূর্ণ পদ্ধতি। এতে কারও প্রতি যুলুম করা হয় না (A 'Uthmānī 2014, 131; Mumtāz ND, 86)।

আপত্তি

কিছু আলিম এ পদ্ধতির উপর প্রশ্ন তুলেছেন এভাবে যে, এ পদ্ধতিতে পুঁজির আনুপাতিক হারের অধিক মুনাফা প্রদান অনিবার্য হয়। অথচ তারা 'কর্মহীন অংশীদার' (Sleeping partner)। তাদের মুনাফার হার পুঁজির অনুপাতে হওয়া আবশ্যিক। সুতরাং যে দিনগুলোতে ১২ হাজার টাকা পুঁজি ছিল, সে দিনসমূহে ১২ হাজারের ভিত্তিতে মুনাফা পাওয়ার কথা। কিন্তু তাকে তখনও আটাল্ল হাজার টাকার ভিত্তিতে মুনাফা প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া যে দিনসমূহে তার পুঁজি ১২ হাজার ছিল, সেই দিনসমূহে লোকসান হলে ১২ হাজার অনুযায়ী লোকসান বহন করার কথা। কিন্তু তাকে লোকসান বহন করতে হবে ৫৮ হাজার টাকার অনুপাতে। এটি ইসলামের স্বীকৃত নীতি "الوضيعة على قدر رأس المال" 'লোকসান হবে পুঁজি অনুপাতে'-এর সম্পূর্ণ পরিপন্থী। (Al Zuhailī ND, 5/3972)

আপত্তির জবাব

সংখ্যাগরিষ্ঠ আলিমগণ এ ধরনের আপত্তির জবাব যেভাবে দিয়েছেন, এর সারকথা হল, ইসলামী ব্যাংকিং মুদারাবা মূলত একটি নতুন ধরনের মুদারাবা বা অংশীদারী চুক্তি। হুবহু এ ধরনের অংশীদারী কারবারের প্রচলন ও পদ্ধতি পূর্ববর্তী যুগের ফকীহগণের সময়ে ছিল না। সুতরাং আমাদেরকে এই আধুনিক অংশীদারী কারবারকে পুরোপুরি পূর্বকার অংশীদারী কারবার দিয়ে মূল্যায়ন করা উচিত হবে না। দেখতে হবে, অংশীদারী কারবারে মৌলিক শরী'য়ার যে মূলনীতি রয়েছে, এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না। এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকলে বৈধ বলা যাবে। যদিও বাহ্যিক কৌশল ও পদ্ধতির বিচারে সনাতন পদ্ধতির সাথে না মিলে।

বস্তুত ব্যাংকিং মুদারাবায় সকল মুদারাবা ডিপোজিটর একে অপরের শরীক বা অংশীদার। তাদের মাঝে প্রথা ও প্রচলন ভিত্তিক কৌশলে এক ধরনের 'শিরকাতুল আকদ' (Partnership Contract) প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। এরপর সময়ে সময়ে প্রত্যেকে ব্যাংকের সাথে মুদারাবা চুক্তি করে। তাদের এই কাজটি অংশীদারী কারবারের এক ধরনের কাজ বলে ধরা যেতে পারে। তাই মুনাফার প্রাপ্তিতে কম-বেশি হতে পারে। এখানে 'কর্মহীন অংশীদার' অনিবার্য হয় না (Al 'Uthmānī 2011,

১. 'শিরকাতুল আকদ'-মূলত চুক্তিভিত্তিক অংশীদারী কারবারের নাম। ইসলামী মুআমালাতে সকল অংশীদারী কারবারের মূল হল, এই শিরকাতুল আকদ। এর প্রকার হিসাবে শিরকাতুল আমওয়াল (সম্পদভিত্তিক অংশীদারী), আ'মাল (শ্রমভিত্তিক অংশীদারী) ইত্যাদি বিবেচিত হয়।

2/80)। আর লোকসান গড় পুঁজির অনুপাতে বহন করা হবে। এতে পুঁজির অধিক লোকসান বহন করা হচ্ছে না।

আমাদের পর্যবেক্ষণ

আমাদের পর্যবেক্ষণ হল, মৌলিকভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ আলিমগণের দৃষ্টিভঙ্গি সঠিক। কারণ অংশীদারী কারবারের বিশেষ কোনও পদ্ধতি ইসলাম বলে দেয়নি। এ সংক্রান্ত ইসলামের মৌলনীতির সাথে সাংঘর্ষিক না হলে যে কোনও পদ্ধতিই বৈধ হতে পারে। তবে ইসলাম ও মানবিক অর্থনীতির সাথে আরও অধিক সঙ্গতিপূর্ণ কোনও পদ্ধতি হতে পারে কি না, অন্তত চলমান চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সময়ে- তা চিন্তা করা উচিত। কারণ এভাবে 'শিরকাতুল আকদ' প্রতিষ্ঠা করা, এরপর অংশীদারদের 'আমল' প্রমাণ করার কৌশলটি যে দূরবর্তী কৌশল তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ৪০-৫০ বছর আগে ইসলামী ব্যাংকিং এর সূচনাকালীন সময়ে এমন পদ্ধতির যৌক্তিকতা থাকলেও এখন এর চেয়েও ভালো পদ্ধতি নিয়ে চিন্তা করা যেতে পারে। প্রবন্ধের শেষে এ বিষয়ে বিকল্প কিছু চিন্তা পেশ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় পদ্ধতি: ডেইলী প্রডাক্ট বেইসড মেথড (DPBM)

প্রচলিত সঞ্চয়পদ্ধতিকে বহাল রেখে মুনাফা বন্টন নিশ্চিত করার জন্য সবচেয়ে প্রসিদ্ধ মডেল 'ডেইলী প্রডাক্ট বেইসড মেথড' (Daily products basis method) বা ডিপিবিএম। এটি হিসাববিদ্যার একটি বিশেষ হিসাব পদ্ধতি। একে Scoring Method ও বলা হয়। এ পদ্ধতির মূল কথা দুটি। যথা:-

ক. যথা সময় (Appropriate time)

খ. অর্থ পরিমাণ (Amount)

এ দুটিকে ভিত্তি করে হিসাব করা। মুদারাবা মেয়াদ শেষে দেখা হবে, যে পরিমাণ মুনাফা অর্জন হয়েছে, সেটি গড়ে প্রতি দিন প্রতি টাকার বিপরীতে কতো মুনাফা হয়েছে। এ কাজটি সহজে করতে নিম্নোক্ত ধাপসমূহ অতিক্রম করতে হয়। যথা-

- মোট মূলধনের পরিমাণ জানা ও মুনাফা জানা।
- মোট দিনগুলো জানা।
- মোট মূলধনের উপর টোটাল মুনাফা থেকে প্রতিদিন কতো অর্জন হলো।
- মোট মূলধন থেকে প্রতি এক টাকার উপর প্রতিদিন মোট মুনাফা থেকে কতো টাকা মুনাফা হল তা বের করা।
- এক টাকার মুনাফাকে দিন ও প্রত্যেকের টাকার পরিমাণের সাথে গুণ দেয়া।

ধরা যাক-৩০ দিনে ৩০০ টাকার উপর ৩০ টাকা মুনাফা অর্জন হয়েছে। তাহলে এর সরল অর্থ- ৩০০ টাকার উপর প্রতি দিন ১ টাকা মুনাফা হয়েছে।

এখন দেখা যাক, প্রতি এক টাকার উপর প্রতিদিন কতটুকু মুনাফা হয়েছে- $1 \div 300 = 0.00333$ । অর্থাৎ প্রতি এক টাকার বিপরীতে প্রতিদিন মুনাফার পরিমাণ হচ্ছে: 0.00333 টাকা।

এখন দেখা হবে, কারও এক টাকা যদি মুদারাবা একাউন্টে ১৫ দিন থাকে, তাহলে ০.০০৩৩৩ কে ১৫ দিয়ে গুণ দেয়া হবে। এতে ১ টাকার উপর ১৫ দিনের মুনাফা বের হয়ে আসবে। যথা-

$০.০০৩৩৩ \times ১৫ = ০.০৪৯৯$ । অর্থাৎ এক টাকার উপর ১৫ দিনের মুনাফা হয়- ০.০৪৯৯। এভাবে ১ টাকার উপর ১০ দিনের মুনাফা, ২০ দিনের মুনাফা সবই বের করা সম্ভব হবে।

এরপর কারও যদি মুদারাবা একাউন্টে ১৫ দিন ২০ টাকা থাকে, তাহলে ওই ০.০৪৯৯ পরিমাণকে ২০ দিয়ে গুণ দেয়া হবে ($০.০৪৯৯ \times ২০ = ০.৯৯৮$)।

কারো ২০ টাকা যদি ১০ দিন থাকে, তারও মুনাফা উক্ত পন্থায় বের করা করা যাবে। তা এভাবে যে, প্রথমে ১ টাকার বিপরীতে ১০ দিনের মুনাফা বের করা হবে। ($০.০০৩৩৩ \times ১০ = ০.০৩৩৩$) এরপর বিশ দিয়ে গুণ দিলে দশ দিনে বিশ টাকার মুনাফা বের হয়ে যাবে ($০.০৩৩৩ \times ২০ = ০.৬৬৬$)।

এ পদ্ধতি অনুযায়ী, মুদারাবা মেয়াদ শেষ হওয়ার একদিন আগেও যদি টাকা জমা হয়, তাহলে এর উপরও আনুপাতিক হারে মুনাফা যুক্ত হবে। কেউ বের হয়ে গেলে, যে কয়দিন তার টাকা ছিল, কেবল সে কয়দিনের মুনাফা সে পাবে।

আরেকটি উদাহরণ পেশ করা যেতে পারে,

যায়েদ ও উমর যৌথভাবে ব্যবসা শুরু করেছে। উভয়ের মূলধন ২০ লক্ষ করে। উভয়ে লাভ-লোকসানের হিসাব করে ১লা রমযান। ১লা রমযানের ৬ মাস পূর্বে বকর তাদের ব্যবসায় বিনিয়োগ করার আশ্রয় প্রকাশ করেছে। তাকে বলা হয়েছে, যে পরিমাণ মূলধন তারা বিনিয়োগ করেছে, সে পরিমাণ মূলধন প্রদান করতে হবে। যেন মুনাফাও তিন ভাগে ভাগ করা যায়। সে হিসাবে বকরও ২০ লক্ষ টাকা উক্ত যৌথব্যবসায় বিনিয়োগ করেছে।

এখন ১লা রমযানে যখন লাভ-লোকসানের হিসাব হবে, তখন দেখা হবে, বকরের অংশ যেহেতু কেবল ৬ মাস ছিল, তাই তাকে এক তৃতীয়াংশ মুনাফার অর্ধেক তথা ৬ ভাগের ১ ভাগ মুনাফা দেয়া হবে। সুতরাং ৬০ লক্ষ টাকার উপর যদি ৬ লক্ষ টাকা মুনাফা হয়ে থাকে, তাহলে বকর শুধু ১ লক্ষ টাকা মুনাফা পাবে।

উল্লেখ্য, আরবী ভাষায় এ পদ্ধতিকে ‘হিসাবুন নিমার’ (حساب النمر), ‘হিসাবুন নিকাত’ (حساب النقا), ‘নিয়ামুল আ‘দাদ’ (نظام الأعداد) ইত্যাদি নামে নামকরণ করা হয়। এ পদ্ধতির সুবিধা হল, এতে যে কেউ যখন তখন মুদারাবায় প্রবেশ করতে পারবে, বেরও হতে পারবে, টাকা জমা করতে পারবে, উত্তোলনও করতে পারবে। মুনাফা লাভ হবে টাকার অংক ও সময়ের উপর ভিত্তি করে। যে কয়দিন, যে পরিমাণ টাকা ছিল, তার উপর ভিত্তি করে মুনাফা প্রদান করা হবে।

আপত্তি

এ পদ্ধতির উপরও কিছু আলিম আপত্তি উত্থাপন করেছেন যে, এখানে মুনাফা বণ্টনের যে হিসাব করা হয়েছে, এতে সম্পদ ও শ্রম ছাড়া মুনাফা প্রাপ্তি অনিবার্য হয়। অন্যের মুনাফা নিজের ভাগে চলে আসে। কারণ, এমন হতে পারে, ব্যাংকিং ‘ক্লোজিং ডে’ এর মাত্র দুই/তিন দিন আগে টাকা জমা হয়েছে। ফলে তাকেও মুনাফা দেয়া হয়। অথচ তার টাকা কোথাও বিনিয়োগ হয়নি।

ধরা যাক, পূর্বোক্ত উদাহরণে যায়েদ ও উমরের ৪০ লক্ষ টাকার উপর প্রথম ৬ মাসে মুনাফা হয়েছে ১২ লক্ষ টাকা। পরবর্তী ৬ মাসে বকরের অংশ যুক্ত হওয়ার পর টোটাল ৬০ লক্ষ টাকার উপর মুনাফা হয়েছে ৬ লক্ষ টাকা। তাহলে এখন টোটাল ১৮ লক্ষ টাকা মুনাফা থেকে বকর পাবে ৩ লক্ষ মুনাফা (বকরের পাওয়ার কথা ছিল ৬ লক্ষ। তবে সময় যেহেতু অর্ধেক, তাই তার পাওনা মুনাফা ৩ লক্ষ)। অথচ তার পাওয়ার কথা ছিল শুধু শেষ ৬ মাসের মুনাফা থেকে এক তৃতীয়াংশ তথা ২ লক্ষ টাকা। কিন্তু সে পেল ৩ লক্ষ টাকা। এতে সে প্রথম ৬ মাসের মুনাফা থেকেও এক লক্ষ টাকা প্রাপ্ত হয়েছে। অথচ প্রথম ছয় মাসে উক্ত ব্যবসায় তার মূলধন বা শ্রম কিছুই ছিল না। ইসলামী ফিকহে অংশীদারীমূলক ব্যবসায় একটি স্বীকৃত নীতি হলো - মুনাফা প্রাপ্তির পেছনে অংশীদারের সম্পদ বা ব্যবসায়িক শ্রম বা ব্যবসায়িক দায়- এ তিনটির কোনও একটি অবশ্যই থাকতে হবে। নতুবা মুনাফা গ্রহণ বৈধ হয় না। অন্যভাবে বলতে গেলে, মুনাফার সাথে পূঁজির (বিশেষত এক্ষেত্রে) সম্পর্ক থাকতে হবে। পূর্বোক্ত উদাহরণে বকরের ক্ষেত্রে প্রথম ছয় মাসের মুনাফার সাথে পূঁজির সম্পর্ক নেই। ইমাম সারাখসী রহ. মুদারাবা প্রসঙ্গে বলেন,

ربح مال صاحبه من غير أن يكون له فيه رأس مال أو عمل...شرط باطل

মুদারাবায় কোনও অংশীদারের জন্য এভাবে মুনাফা শর্ত করা যে, যার বিপরীতে না মূলধন আছে, না কাজ আছে, তা বাতিল শর্ত (Al Sarakhsī 2001, 22/29)।

আল্লামা আতাসী রহ. বলেন,

إن الربح لا يستحق إلا بأحد ثلاث، وهي العمل كالمضارب في المضاربة، أو المال كرب

المال فيها، أو بالضمان.

অংশীদারী ব্যবসায় তিনটি বিষয়ের কোনও একটি ছাড়া মুনাফা লাভ করা যায় না। তা হল, ব্যবসায়িক কাজ। যেমন, মুদারাবা ব্যবসায় মুদারিব ব্যবসার কাজ করে। অথবা ব্যবসার মূলধন। যেমন, মুদারাবা ব্যবসায় রব্বুল মাল মূলধন যোগান দিয়ে থাকে অথবা দায় গ্রহণ করে (Al Atāsī ND 4/271)।

প্রকাশ থাকে যে, এখানে যদিও ব্যাংকিং মুদারাবা নিয়ে বলা হয়নি। ক্লাসিক্যাল মুদারাবা নিয়ে বলা হয়েছে। তবে মূলনীতি আগে যেমন ছিল, এখনও বহাল আছে। ‘শ্রম বা পূঁজিহীন মুনাফা’-এই মূলনীতি একটি স্বীকৃত মূলনীতি। উক্ত নীতির পেছনে শরী‘য়া মাকাসিদ হল, ঝুঁকি গ্রহণ ব্যতীত মুনাফা প্রতিহত করা। হাদীসে এসেছে,

لا ربح ما لم يضمن

‘ঝুঁকি গ্রহণ ব্যতীত মুনাফা বৈধ নয়’ (Ibn Hanbal 2005, 2/179)।

কেউ যখন তার মূলধন বা শ্রম ছাড়া মুনাফা প্রাপ্ত হয়, তখন সেটি প্রকারান্তরে ‘ঝুঁকি গ্রহণ ব্যতীত মুনাফা’ নিশ্চিত করে। মোটকথা, উক্ত নীতিটি ক্লাসিক্যাল মুদারাবায় আলোচনা হলেও ব্যাংকিং মুদারাবায়ও প্রযোজ্য হবে। এতে কারও দ্বিমত আছে বলে আমাদের জানা নেই।

আপত্তির জবাব

বর্তমান সময়ের অধিকাংশ আলিম এ পদ্ধতিকে অনুমোদন করছেন। তাঁদের সারকথা হল, এটি একটি নতুন অংশীদারী কারবার। একে ইসলামের অংশীদারী কারবার সংশ্লিষ্ট মূলনীতির আলোকে বিশ্লেষণ করা উচিত। হুবহু পূর্ববর্তী অংশীদারী কারবারের আলোকে নয়। যেমন, একটি মূলনীতি হল, ‘মুনাফায় সকল অংশীদারদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত থাকা’। এ মূলনীতি এখানে অক্ষুণ্ণ আছে। সুতরাং এ পদ্ধতিতে মুনাফা বণ্টনে সমস্যা নেই। তাছাড়া যেমনটি পূর্বেও বলা হয়েছে, এখানে সকল মুদারাবা ডিপোজিটর পরস্পর অংশীদার বা শরীক। তাদের মাঝে শিরকাতুল আকদ (Partnership Contract) আছে। প্রত্যেকের কাজও আছে। সুতরাং মুনাফায় কমবেশি হতে পারে। তাঁরা আরও বলেছেন, এ পদ্ধতিতে মুনাফার বণ্টন যে প্রত্যেকের প্রকৃত মূলধনের উপর অর্জিত প্রকৃত মুনাফার উপর ভিত্তি করে হয় না- তা সঠিক। বরং গড় পদ্ধতিতে হয়ে থাকে। তবে এতে সকল অংশীদারদের সম্মতি আছে। বস্তুত এখানে ‘সম্মতি’ ও ‘ছাড়নীতি’ প্রয়োগ হয়েছে। সুতরাং এতে সমস্যা নেই (Al ‘Uthmānī 2011, 1/364-366)। ইসলামী ব্যাংকিং-এ ‘ডিপিবিএম’ পদ্ধতির বৈধতা নিয়ে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ফিকহ ফোরামে শরী’য়া সিদ্ধান্ত পাশ হয়েছে। প্রায় সকলেই এর পক্ষে শরী’য়া অনুমোদন প্রদান করেছেন। নিম্নে উল্লেখযোগ্য কিছু সিদ্ধান্ত উল্লেখ করা হল:-

ক. ‘দ্যা কাউন্সিল অব ইসলামিক আইডলজি’-এর সিদ্ধান্ত

অবিভক্ত পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান অনুযায়ী ১৯৬২ সনে প্রতিষ্ঠিত হয় ‘কাউন্সিল অব ইসলামিক আইডলজি’। উর্দুতে তা ‘ইসলামী নযরিয়্যাতি কাউন্সিল’ নামে পরিচিত। বাংলাদেশ স্বাধীনতার পূর্বে এর সদস্যদের মাঝে ঢাকার বিচারপতি আব্দুল জব্বার খান (অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি, হাইকোর্ট, ঢাকা) ও শামসুল উলামা মাওলানা বেলায়েত হুসাইন রহ. (প্রেসিডেন্ট, ঢাকা আলীয়া) প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ ছিলেন। ১৯৮০ ইং সনে কাউন্সিল সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থার উপর এক দীর্ঘ প্রতিবেদন প্রকাশ করে^২। সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থার রূপরেখা কেমন হবে, এ ব্যাপারে এটি একটি ঐতিহাসিক কর্ম বলে বিবেচিত। ইসলামী ব্যাংকিং এর একেবারে শুরু কালে এ প্রতিবেদন তৈরি হয়। উক্ত প্রতিবেদনে ইসলামী ব্যাংকিং মুনাফা বণ্টন পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা

হয়। তাতে প্রাথমিকভাবে ‘স্কোরিং মেথড’কে অনুমোদন দেয়া হয়। প্রতিবেদনে এ বিষয়ে আলোচনার পর বলা হয়েছে-

The calculation of the profit/loss would be made on the basis of daily product of amounts.

‘লাভ-লোকসান হিসাব করা হবে ‘প্রতিদিনের উৎপাদন পরিমাণের’^৩ ভিত্তিতে’।

(Council of Islamic Ideology 1980, 46)

এরপর তা কিভাবে করা হবে, এ বিষয়েও বিস্তারিত দিক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। আমাদের জানা মতে এ বিষয়ে এটিই সর্বপ্রথম সিদ্ধান্ত।

খ. জিদ্দাহ ফিকহ একাডেমির সিদ্ধান্ত

‘আন্তর্জাতিক ইসলামী ফিকহ একাডেমী জিদ্দাহ’ কর্তৃক ২০০১ ইং সনে কুয়েতে এক ফিকহী সেমিনারের আয়োজন হয়। সেখানে মুনাফা বণ্টন পদ্ধতি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সিদ্ধান্তে উল্লেখ রয়েছে,

لا مانع شرعاً حين توزيع الأرباح من استخدام طريقة النمر القائمة على مراعاة مبلغ كل مستثمر ومدة بقائه في الاستثمار، لأن أموال المستثمرين ساهمت كلها في تحقيق العائد حسب مقدارها ومدة بقائها، فاستحقاقها حصة متناسبة مع المبلغ والزمن هو أعدل الطرق لإيصال مستحقاتهم إليهم. لأن دخول حصة المستثمرين في المضاربة المشتركة بحسب طبيعتها موافقة ضمناً على المباراة عما يتعدى الوصول إليه، كما أن من طبيعة المشاركة استفادة الشريك من ربح مال شريكه، وليس في هذه الطريقة ما يقطع المشاركة في الربح، وهي مشغولة بالرضا بالنسب الشائعة الناتجة عنها.

‘মুনাফা বণ্টনে ‘স্কোরিং মেথড’ অবলম্বন করতে শরী’য়ার আপত্তি নেই। এর মাধ্যমে প্রত্যেক বিনিয়োগকারীর বিনিয়োগকৃত পরিমাণ ও মেয়াদের উপর ভিত্তি করে লাভ বণ্টন করা হয়। এর বৈধতার কারণ হল, মুনাফা অর্জনে সকল বিনিয়োগকারীদের পুঁজি এর পরিমাণ ও মেয়াদ অনুযায়ী অবদান রাখে। এর মাধ্যমে পরিমাণ ও মেয়াদ অনুযায়ী মুনাফা প্রাপ্তি হয়। প্রত্যেককে তার প্রাপ্তি বুঝিয়ে দেয়ার জন্য এটি একটি ইনসাফপূর্ণ পন্থা। কারণ, যৌথ মুদারাবা পুঁজে বিনিয়োগকারীদের অংশগ্রহণ মূলত এই সমঝোতার মাধ্যমেই হয়ে থাকে যে, মুনাফার কোনও অংশ পৌঁছানো সম্ভব না হলে তা ‘ছাড়’ হিসাবে গণ্য করা হবে। এটি এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তদ্রূপ এখানে শরীকগণ একে অপরের মুনাফা ভোগ করছেন। এতেও সম্মতি আছে। এতে এমন কোনও পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়নি, যার কারণে কারও মুনাফায় অংশগ্রহণ অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। বরং সকলের সম্মতিতে আনুপাতিকহারে মুনাফা বণ্টন হচ্ছে।’ (Al Qurahdāghī 1430H, 18)

২. প্রতিবেদনটির মূল ইংরেজী নাম-

‘Elimination of Riba from the Economy and Islamic modes of Financing’

৩. সত্যিকার অর্থে ব্যাংকে ‘প্রতিদিনের উৎপাদন’ বলতে কিছু নেই। এখানে তো প্রতিদিন কোনও কিছু উৎপাদন হয় না। মূলত টার্মটি জেনারেল একাউন্টিং টার্ম। একে সরাসরি ব্যাংকে ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে উৎপাদন মানে ‘আয়’ বলতে হবে।

গ. আল-বারাকাহ ইসলামিক ইকনোমিকস ফোরামের সিদ্ধান্ত

‘আল বারাকাহ ইসলামিক ইকনোমিকস ফোরাম’ (Al Baraka Islamic Economics Forum) বা ‘নাদওয়াতুল বারাকাহ’ এর ১১তম সেমিনারে ইসলামী ব্যাংকিং-এ ‘ডিপিবিএম’ পদ্ধতির ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করা হয়। আলোচনা শেষে একে বৈধ বলা হয়। তাঁদের সিদ্ধান্তের মূল ভাষ্য নিম্নরূপ:

يجوز استخدام طريقة النقاط النمر لحساب توزيع الأرباح بين المشاركين في حسابات الإستثمار العامة، وذلك بالنظر إلى المبلغ والزمن لموجودات كل حساب. والتوجيه الشرعي لذلك أن أموال المشاركين في وعاء استثماري واحد قد ساهمت كلها في تحقيق العائد حسب مقدارها ومدة بقائها في الحساب، فاستحقاقها حصة متناسبة مع المبلغ والزمن بحسب طريق النمر هو أعدل الطرق المحاسبية المتاحة لإيصال مستحقات تلك الحسابات من عائد الإستثمار لأصحابها

ব্যাপক বিনিয়োগ হিসাবে অংশীদারদের মাঝে মুনাফা বন্টনের জন্য ‘ডিপিবিএম’ পদ্ধতি ব্যবহার করা বৈধ। এটি মূলত প্রত্যেক ব্যাংক হিসাবে রক্ষিত অর্থ ও সময়কালের উপর ভিত্তি করে করা হয়। এর ব্যাখ্যা হল, সকল বিনিয়োগকারীদের পুঁজি একটি বিনিয়োগ পুঁজে রাখা হয়। এর থেকে প্রত্যেকে তার বিনিয়োগকৃত পুঁজি ও মেয়াদের উপর ভিত্তি করে মুনাফা লাভ করে। এভাবে জমার পরিমাণ ও জমার মেয়াদের উপর ভিত্তি করে মুনাফা প্রাপ্তি (ডিপিবিএম পদ্ধতি ব্যবহার করে) মূলত একটি ইনসাফপূর্ণ হিসাব পদ্ধতি। (Al Mansūr 2007, 315)

ঘ. আওফি শরী’য়া মানদণ্ড

আওফি শরী’য়া বোর্ড ২০২৩ ইং সনে প্রকাশিত তাদের ৪০ নং শরী’য়া মানদণ্ডে (৫/১) বলেছে-

‘সাধারণ বিনিয়োগ হিসাবে অংশগ্রহণকারীদের মাঝে লভ্যাংশ বন্টনের ক্ষেত্রে স্কেরিং পদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারে। এই পদ্ধতির ক্ষেত্রে প্রত্যেক বিনিয়োগকারীর তহবিলের পরিমাণ এবং বিনিয়োগের স্থিতির মেয়াদ (মুদ্রার একক × সময়ের একক) বিবেচনায় নিতে হবে। তহবিলের পরিমাণ এবং অ্যাকাউন্টে তার স্থিতির মেয়াদ বিবেচনায় নিয়ে প্রত্যেক হিসাবকে একটি নির্দিষ্ট স্কের দেওয়া হয়; যদিও তাতে ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে বারবার জমা ও উত্তোলন করা হয়। এক্ষেত্রে বাস্তবে যা করা সম্ভব নয় এমন বিষয়ে হিসাবধারীগণকে পরোক্ষভাবে পারস্পরিক দায়মুক্তিতে সম্মত বলে গণ্য করা হয়’ (AAOIFI 2023, 1039)।

বর্তমান সময়ের অন্যতম ইসলামী অর্থনীতিবিদ ও ফকীহ মুফতী তাকী উসমানী এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন,

الشركاء منذ أول نشأة الشركة، في حين أنه لا يوجد للتوزيع أساس عادل سواه في مثل هذه العمليات ... ولا سبيل إلى إبعاد هذه العوائق إلا أن تقول إن الشركة الجماعية المستمرة نوع جديد مستقل من أنواع الشركات، ولا يجب لجوازه أن يتوفر

فيه جميع عناصر شركة العنان أو المفاوضة لكونه نوعا مستقلاً، ولا يحكم بعدم جوازه إلا إذا تضمن ذلك إخلالاً بأحد الشروط المنصوصة لجواز الشركة..

অংশীদারিত্বের সূচনাকাল থেকেই এই বিষয়টি সকল অংশীদারের সম্মতিক্রমে নির্ধারিত হয়েছে। আর এ ধরনের কার্যক্রমে মুনাফা বন্টনের জন্য এর চেয়ে ইনসাফপূর্ণ কোনও পদ্ধতিও পাওয়া যায় না। ... যে প্রশ্ন ও আপত্তি উত্থাপন করা হয়েছে (পূর্বে আমরা প্রশ্নটি উল্লেখ করেছি), তা প্রতিহত করার একটিই পথ যে, আমাদেরকে এটি মেনে নিতে হবে, এটি একটি আধুনিক অংশীদারী ব্যবসা। ‘চলমান যৌথ অংশীদারিত্বমূলক ব্যবসা’ শিরকতের যেসব প্রকার আছে, এসবের মাঝে এটি নতুন। সুতরাং এর বৈধতার জন্য এতে প্রাচীন শিরকতের সকল গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকা জরুরী নয়। কারণ তা একটি নতুন স্বতন্ত্র শিরকত। একে অবৈধ বলা হবে তখনি, যদি তা শিরকত বিষয়ক শরীয়তের স্পষ্ট কোনও ভাষ্যের পরিপন্থী হয়। (Al ‘Uthmānī 2011, 1/364)

তিনি আরও বলেন,

“এতে সন্দেহ নেই, কুরআন ও সুন্নাহয় এমন কোনও ভাষ্য নেই যে, শিরকতের ক্লাসিক্যাল প্রসিদ্ধ প্রকার সমূহের মাঝেই শিরকতের সীমাবদ্ধতা নিশ্চিত করতে হবে। বরং ফকীহগণ এসব প্রাচীন শিরকতের প্রকার নিয়ে আলোচনা করেছেন তাদের সময়, কাল ও প্রথানুযায়ী। ক্লাসিক্যাল কিছু শিরকত এমন আছে, যা কুরআন-সুন্নাহতে স্পষ্ট উল্লেখ নেই। এরপরও তা কুরআন-সুন্নাহর স্পষ্ট বিরোধী না হওয়ায় মানুষের প্রয়োজনে তা অনুমোদন করা হয়েছে। যেমন, শিরকাতুল ওজুহ। সুতরাং এখনও যদি নতুন কোনও অংশীদারী ব্যবসায়িক মডিউল সামনে আসে, তাহলে তা শুধু এ কারণে অবৈধ বলা ঠিক হবে না যে, এর দৃষ্টান্ত ক্লাসিক্যাল ফিকহের গ্রন্থে নেই। বরং দেখতে হবে, শিরকত সংশ্লিষ্ট ইসলামের স্বীকৃত নীতির সাথে সাংঘর্ষিক কি না। আমরা দেখি, উক্ত আধুনিক শিরকতে সকল অংশীদারের মূলধন মিশ্রিত থাকে। প্রত্যেকেই লাভ-লোকসানের ঝুঁকিতে থাকে। কারণ জন্যই মুনাফার নিশ্চিত কোনও অংশ বরাদ্দ থাকে না। কারণ জন্য নিশ্চিত বঞ্চনাও থাকে না। কেউ কারও উপর অতিরিক্ত প্রাধান্য বিস্তার করতে পারে না। সুতরাং শিরকতের স্বীকৃত মৌলনীতিসমূহের সাথে এর সাংঘর্ষিকতা নেই। (Ibid)

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায়, আধুনিক সময়ের বিশেষজ্ঞ আলেমগণ একে একটি নতুন শিরকত হিসাবে বিশ্লেষণ করেছেন। এর মূলরূপ পূর্ববর্তী ফিকহে না থাকলেও যেহেতু শিরকতের স্বীকৃত নীতির সাথে এর সাংঘর্ষিকতা নেই, তাই একে বৈধ বলেছেন। তাছাড়া এতে মুনাফা বন্টনের অনুসৃত পদ্ধতিতে সকলের সম্মতি ও ছাড় আছে। পাশাপাশি মুদারাবা ডিপোজিটরদের মাঝে শিরকাতুল আকদও আছে। প্রত্যেকের কাজও আছে। সুতরাং সকল বিবেচনায় মুনাফায় তারতম্য হতে পারে।

তবে এ কথা সত্য যে, ডিপিবিএম পদ্ধতিতে মুদারাবা ডিপোজিটরগণের মাঝে পরস্পরে শিরকাতুল আকদ ধরে নেয়া, মুদারাবা চুক্তিকে ‘কাজ’ বলা- এসব অনেকটাই দূর্বর্তী ব্যাখ্যা। কারণ, অগণিত ডিপোজিটরদের মাঝে দেখা-সাক্ষাৎ

নেই। তাদের মাঝে পাগল/অসুস্থ মস্তিষ্ক সম্পন্ন লোকও থাকতে পারে। এভাবে শিরকাতুল আকদ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার উদাহরণও পূর্বে নেই। বস্তুত এ কারণেই একে একটি নতুন অংশীদারী কারবার হিসাবে মেনে নেয়া হয়েছে। আর মুনাফার ব্যাপারে বলা হয়েছে এতে প্রত্যেকের সম্মতি থাকে। এর চেয়ে অন্য কোনও ভালো পদ্ধতি না থাকায় একে অনুমোদন দেয়া হয়েছে। এক কথায় একে আমরা ‘মন্দের ভালো’ বলতে পারি। সর্বোপরি এর চেয়ে আরও অধিক উত্তম ও ইনসাফপূর্ণ মডিউল না থাকলে এটি গ্রহণ করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে শুধুমাত্র কিছু শাখাগত বিষয়ে ক্লাসিক্যাল ফিকহের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হওয়ায় একে অবৈধ বলা সমীচীন নয়।

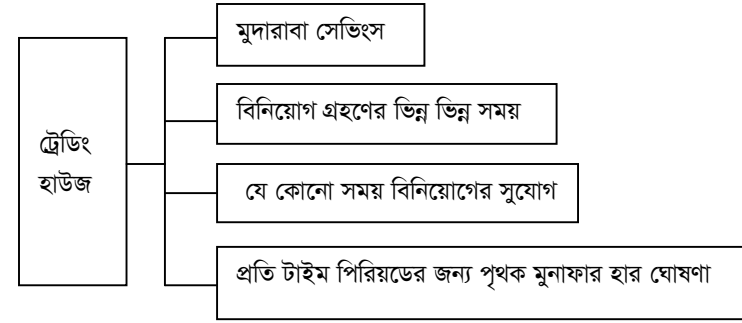
ইসলামী ব্যাংকিং রূপরেখা: কিছু বিকল্প প্রস্তাব

আমরা জানি, শুরুর দিকে সুদী ব্যাংকিংকে অনুকরণ করে যথাসম্ভব শরী‘য়া পরিপালন করার কথা চিন্তা করা হয়েছিল। প্রথম অবস্থায় এ চিন্তাকে সমর্থন করা হয়েছিল এ জন্য যে, কোনও কিছু রাতারাতি পরিবর্তন হবে না। এ কারণে প্রচলিত ধারায় সুদী ব্যাংকিং এর মতোই ইসলামী ব্যাংকিং সঞ্চয় গ্রহণ করেছে। যদিও সেটি মুদারাবা নামে করা হয়, তবে মূল ব্যাংকিং কৌশল অভিন্ন। এর জন্য ডিপিবিএম পদ্ধতি অনুসৃত হয়ে আসছে। বিশ্বব্যাপী প্রচলিত ডিপিবিএম পদ্ধতিকে শরঈভাবে অনুমোদন দেয়া হয়েছে। তবে অধিক ভালো অনুশীলনের দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামী ব্যাংকিং-এর আরও নানা মডেল নিয়ে চিন্তার সুযোগ আছে। ইসলামী ব্যাংকিং ইন্ডাস্ট্রি নানা অভিজ্ঞতায় এখন সে স্বতন্ত্র ধারা ও শক্তিশালী ব্যাংকিং ব্যবস্থা। চাইলেই নানা বিকল্প মডেল ও উদ্ভাবনকে স্বাগত জানাতে পারে। আমাদের প্রস্তাবনায় বিকল্প আদর্শিক মডেলের মাঝে প্রধান মডেল হল- ট্রেডিং হাউজ মডেল, করজে হাসানা মডেল, ওয়াকফ মডেল ইত্যাদি। নিম্নে মডেলগুলো সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করা হলো।

এক. ট্রেডিং হাউজ মডেল

ট্রেডিং হাউজ মডেলের অর্থ হল-এখানে মানুষ মুদারাবা ভিত্তিতে টাকা জমা করবে। এরপর তা সরাসরি ট্রেডিং-এ বিনিয়োগ হবে। এক্ষেত্রে মুদারাবা পুর্বে অংশগ্রহণের জন্য বিভিন্ন টাইম পিরিয়ড থাকবে। যেমন: জানুয়ারি মাসের জন্য পৃথকভাবে বিনিয়োগ নেওয়া হবে। এরপর ফেব্রুয়ারি মাসের জন্য। এভাবে প্রতি মাসের জন্য আলাদা টাইম পিরিয়ড থাকবে। ঐ টাইম পিরিয়ডে মুদারাবায় অংশগ্রহণ করা যাবে।

একেক ট্রেডিং হাউজের টাইমিং যেহেতু একেক সময়ে হবে। তাই প্রায় সব সময়-ই মানুষের কোনও না কোনও ট্রেডিং হাউজে অংশগ্রহণের সুযোগ থাকবে। তবে হাউজের অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগ পলিসি ভিন্ন হবে। প্রতিটি টাইম পিরিয়ড থেকে প্রাপ্ত অর্থ পৃথকভাবে বিনিয়োগ করা হবে। এর হিসাব পদ্ধতি পৃথক হবে। প্রতি টাইম পিরিয়ডের মুনাফাও পৃথকভাবে ঘোষণা করা হবে। এতে ফ্র্যাকশনাল রিজার্ভ ব্যাংকিং সিস্টেমও ত্রাস হবে। ফুল রিজার্ভ ব্যাংকিং চর্চিত হবে। তাছাড়া ডিপিবিএম-এর মতো ‘মন্দের ভালো’ পদ্ধতিও থাকবে না।



চিত্র: ০২ (লেখক কর্তৃক চিত্রায়িত)

উল্লেখ্য যে, ট্রেডিং হাউজ থেকে প্রাপ্ত অর্থ মুদারাবা, ইজারাসহ যে কোন লাভজনক খাতে বিনিয়োগ করা যাবে।

বিদ্যমান ইসলামী ব্যাংকিং মডেল ও প্রস্তাবিত ট্রেডিং হাউজ মডেলের মাঝে বাহ্যত অভিন্নতা নেই। কারণ দুটিতেই গ্রাহকের সাথে মূল চুক্তি হল, মুদারাবা চুক্তি। এরপর বিনিয়োগের পদ্ধতিও অভিন্ন। তবে বাস্তবে দুটি পদ্ধতি এক নয়। যেমন,

- বিদ্যমান মডেলে ব্যাংকিং পদ্ধতিকে মূল বিবেচনা করা হয়েছে। তাই ব্যাংকের যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা ইসলামের নাম দিয়ে প্রদানের চিন্তা করা হয়েছে। অপরদিকে প্রস্তাবিত মডেলে সরাসরি ব্যবসা ও ট্রেডিং চিন্তা প্রবল। এতে কথিত পূঁজিবাদী ব্যাংকিং সিস্টেমের অনুকরণ চিন্তা নেই। যে কারণে তাতে কথিত ব্যাংকিং সকল সুবিধা নাও থাকতে পারে। সেসব সুবিধা অন্যান্য মডেলের মাধ্যমে সমাধান করা হবে। তবে পূঁজিবাদী সকল সেবাই ইসলামীকরণ করতে হবে-এমন চিন্তাও সঠিক নয়। ইসলামের নীতিমালা, মাকাসিদে শারইয়্যাৎ সামনে রেখে যে সুবিধার ইসলামীকরণ করা যাবে, কেবল সেই সুবিধাই ইসলামী পদ্ধতিতে দেয়ার চিন্তা করা যেতে পারে।
- বিদ্যমান মডেলে যখন-তখন মানুষ একাউন্ট খোলা, বন্ধ করার সুযোগ পায়। কিন্তু প্রস্তাবিত মডেলে একই ট্রেডিং হাউসে এ সুযোগ থাকবে না।
- বিদ্যমান মডেলে মুনাফা প্রদান পদ্ধতি স্বচ্ছ নয়। প্রস্তাবিত মডেলে মুনাফা প্রদান পদ্ধতি হবে সবচেয়ে নিখুঁত ও ভারসাম্য।

আমরা দেখেছি, এ অঞ্চলে ইসলামী ব্যাংকিং নিয়ে প্রথম বিশদ রূপরেখা ও প্রতিবেদন প্রকাশ করেছিল ‘কাউন্সিল অব ইসলামিক আইডলজি’। তবে ইতিহাসের আরোও একটি সত্য হল, উক্ত প্রতিবেদন প্রকাশের আরও আগে স্বাধীনতাপূর্ব পূর্ব পশ্চিম পাকিস্তানের তৎকালীন বিজ্ঞ ও বড় বড় উলামায়ে কেরামের যৌথ ফিকহ বোর্ড ‘মজলিসে তাহকীকে মাসায়েলে হাযেরা’-এ থেকে ১৯৬৯ ইং সনে একটি যৌথ প্রস্তাবনা হিসাবে ‘ইসলামী মাআশিয়াত কে বুনিয়াদী খাকাহ’ (ইসলামের অর্থব্যবস্থার বুনিয়াদী কাঠামো) প্রকাশ করেন। উক্ত ঐতিহাসিক যৌথ গবেষণায় ইসলামের

অর্থনীতির রূপরেখা ও কাঠামো কেমন হতে পারে-এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। তাতে সুদী ব্যাংকিং ব্যবস্থার বিপরীতে বিকল্প ইসলামী ব্যাংকিং কেমন হতে পারে-তা নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে-

‘রাষ্ট্রের কাছে আমাদের প্রত্যাশা, তারা যদি মুসলিম হয়, তাহলে সর্বপ্রথম নিজেদের মুসলিম হওয়ার দাবির বাস্তব প্রমাণ এভাবে পেশ করতে হবে যে, রাষ্ট্রের অর্থব্যবস্থাকে সুদমুক্ত করতে হবে। দেশের সকল ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে পরিবর্তন করে, এর স্থানে ইসলামের মুদারাবা পদ্ধতিতে পরিচালিত ‘ব্যবসায়িক কোম্পানি’ হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে হবে।’ (Idris Meerathi 2011, 124)

সুতরাং আমরা বিদ্যমান ব্যাংকিং কনসেপ্টের বিপরীতে যে ‘ট্রেডিং কনসেপ্ট’ উপস্থাপন করেছি, তা নতুন নয়। বিজ্ঞ আলিমগণ আরও বহু আগেই এ প্রস্তাব পেশ করেছেন। সেসব বিজ্ঞ আলিমদের মাঝে অন্যতম ছিলেন, আল্লামা ইউসুফ বানুরী রহ., মুফতি মুহাম্মদ শফি রহ., মুফতি ওলী হাসান টুংকি রহ., মুফতি রশিদ আহমদ রহ., মুফতি রফি উসমানী রহ. এবং মুফতি তাকী উসমানী (তৎকালীন নবীন সদস্য) প্রমুখ আকাবির উলামায়ে কেরাম।

দুই. পার্টনারশিপ হাউজ

পার্টনারশিপ হাউজ এর অর্থ হল, এখানে মানুষ শিরকতের ভিত্তিতে হাউজে বিনিয়োগ করবে। এরপর তা সরাসরি শিল্পপতি, ব্যবসায়ীদের সাথে শিরকত চুক্তির অধীনে বিনিয়োগ হবে। মূল ব্যবসায় হাউজের মাধ্যমে গ্রাহকদের সরাসরি পার্টনারশিপ অর্জিত হবে। হাউজের ভূমিকা থাকবে ‘ইনভেস্টমেন্ট এজেন্ট’। অথবা হাউজ নিজেও বিনিয়োগে অংশগ্রহণ করতে পারবে। তখন ব্যবসায়ী পক্ষের সাথে হাউজ ও বিনিয়োগদাতা গ্রাহক সকলে যৌথভাবে পার্টনার হবে। এর মাধ্যমে ইসলামী শিল্প ট্রেডিং হাউজ গড়ে উঠবে। এছাড়া এই হাউজিংয়ের মাধ্যমে অর্জিত বিনিয়োগের অর্থ গ্রাহক পর্যায়ে এইচ.পি.এস.এম কিংবা মুরাবাহা ইত্যাদি শরিআহ অনুমোদিত পদ্ধতিতেও বিনিয়োগ করা যাবে। বিশেষত এক্সপোর্ট ও ইমপোর্ট সেক্টরে মুশারাকা/মুদারাবা পদ্ধতিতে বিনিয়োগ হবে। বলার অপেক্ষা রাখে না, এ পদ্ধতিতেও বিনিয়োগ গ্রহণ হবে নির্ধারিত সময়ভিত্তিক। এক্ষেত্রে ডিপিবিএম পদ্ধতি অনুসৃত হবে না। যেমনটি পূর্বে আলোচিত হয়েছে। যাদের কাছে অর্থ পড়ে আছে। সুদমুক্ত দীর্ঘ মেয়াদী বিনিয়োগ খুঁজছেন। যেমন, পেনশনের টাকা ইত্যাদি। তাদের জন্য এ মডেল বেশ কার্যকরী হবে।

তিন. সেভিংস হাউজ

এটি সুদবিহীন করজে হাসানা ভিত্তিতে পরিচালিত হবে। উক্ত একাউন্টে গ্রাহক করজে হাসানার ভিত্তিতে অর্থ প্রদান করবেন। বিপরীতে ব্যাংকের পক্ষ থেকে কোনও প্রকার সুদ বা মুনাফা দেয়া হবে না। অন্যদিকে ব্যাংক এই অর্থ থেকে মুখাপেক্ষী নির্ভরযোগ্য ও সামর্থ্যবান ব্যক্তিদেরকে করজে হাসানা প্রদান করবে। করজে হাসানা

প্রদানের বিপরীতে বাস্তব ও প্রকৃত সার্ভিস চার্জ গ্রহণ করা হবে। এর মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা ব্যয় নির্বাহ করা হবে। এতে ইসলামি ব্যাংকের অন্যতম সেবা করবে হাসানা প্রজেক্ট বৃহৎ পরিসরে চালু করা সহজ হবে। মানুষ সহজে এখান থেকে সুদমুক্ত করজে হাসানা পাবে।

প্রশ্ন হতে পারে, মানুষ এতে আগ্রহী কেন হবে? একদিকে অতিরিক্ত কোনও মুনাফা পাবে না আবার অন্যদিকে মূল্যস্ফীতি হয়ে টাকার মানও হ্রাস পেতে পারে।

এর উত্তর হল, এই হাউজের উদ্দেশ্যই হল, করজে হাসানার মাধ্যমে অর্থনীতিতে কন্ট্রিবিউশন তৈরি করা। পজেটিভ স্যোসাল ফাইন্যান্সে অবদান রাখা। এটি এক ধরনের সামাজিক কর্ম। এখানে কিছু হারানোর মানসিকতা নেই। তাছাড়া ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে করজ মূলত এক ধরনের সাদাকাও বটে। সুতরাং মূল্যস্ফীতির শিকার হয়ে কী হ্রাস হল- সেই চিন্তা এখানে গৌণ।

এ হাউজের যারা উদ্যোক্ত হবেন, তাদেরও মোটিভ থাকতে হবে, করজ প্রদানের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখা। এ মডেলের মাধ্যমে করজে হাসানা ম্যানেজমেন্ট ব্যবস্থা আরও সুসংহতভাবে পরিচালিত হওয়া সম্ভব।

চার. ওয়াকফ হাউজ

ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান কেবল সঞ্চয় ও প্রফিট ক্যালকুলেশনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকা উচিত নয়। বরং দাতব্য ক্ষেত্রেও তার অবদান থাকা চাই। আর দাতব্য কাজের জন্য ‘ওয়াকফ হাউজ’ হতে পারে একটি আদর্শ মডেল। গ্রাহকগণ এই হাউজে ক্যাশ ওয়াকফ করতে পারেন। এ্যাসেটও ওয়াকফ করতে পারেন। পরবর্তীতে উক্ত অর্থ বিনিয়োগ করে এর প্রফিট বিভিন্ন দাতব্য কাজে ব্যয় করা যাবে। এক্ষেত্রে কিছু বিষয় লক্ষণীয়। তা হলো:-

- ওয়াকফ হাউজের মূল অর্থ হেফাজত করতে হবে;
- ওয়াকফ সম্পদ ওয়াকফ কর্তৃক নির্ধারিত খাতে ব্যয় করতে হবে;
- ওয়াকফ পুল শরিআহসম্মত উপায়ে পরিচালনার জন্য সুদৃঢ় শরিআহ বোর্ড থাকতে হবে;
- ওয়াকফ পুল পরিচালনা বাবদ ন্যায্য পারিশ্রমিক গ্রহণ করা যাবে;
- ক্যাশ ওয়াকফের অর্থ যে কোন তুলনামূলক নিরাপদ প্রফিটেবল খাতে বিনিয়োগ করা যাবে;

এভাবে বিভিন্ন ‘হাউজিং মেথড’-এর মাধ্যমে ব্যাংকিং-এর বিকল্প পদ্ধতি তৈরি হতে পারে। এর মাধ্যমে প্রচলিত ব্যাংকিং এর অনুকরণ করতে হবে না। ব্যাপকভাবে তা প্রতিষ্ঠিত হলে এমনিতেই মানুষ এক সময় প্রচলিত ব্যাংকিং ছেড়ে দিবে। এর জন্য প্রথমেই রাষ্ট্রীয়ভাবে সুদমুক্ত অর্থনীতি প্রণয়নের চিন্তা করতে হবে। ব্যাংক নাম বাদ দিয়ে নতুন করে আরও নানা মডেলিং নিয়ে চিন্তাকে স্বাগত জানাতে হবে। প্রচলিত ব্যাংকিং পদ্ধতিই শেষ সমাধান- এমনিটি ভাবার কোনও কারণ নেই।

পাঁচ. অ-ব্যাংকিং হাউজ ও সম্ভাবনা

বর্তমান সময়ে অর্থনীতিতে বিশ্বব্যাপী ব্যাংকিং এর তুলনায় অ-ব্যাংকিং ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের অবদান ক্রমান্বয়ে সুদৃঢ় হচ্ছে। বিশ্বব্যাংকসহ বিভিন্ন সংস্থার গবেষণা ও জরিপের ফলাফল বলছে, সারা বিশ্বে ব্যাংকের তুলনায় অ-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর অংশগ্রহণ শক্তিশালী হচ্ছে। গত শতাব্দীর আশির দশকে যুক্তরাষ্ট্রে ব্যাংকের জামানতবিহীন ঋণের হার ছিল ৩০ শতাংশ। বর্তমানে এ ধরনের ঋণের হার ১০ শতাংশের নিচে নেমে এসেছে। বর্তমানে সেখানে কর্পোরেট ঋণের ৬৫ শতাংশই এ খাতের প্রতিষ্ঠানগুলো নিয়ন্ত্রণ করছে। শুধু তাই নয় পুরো ইউরোপেও ব্যাংকের ভূমিকা দুর্বল হয়ে সেখানে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর শক্তিমত্তা বাড়ছে প্রতিনিয়ত। গবেষণা প্রতিষ্ঠান ‘ব্যাংক ফর ইন্টারন্যাশনাল সেটলমেন্টস’র গবেষণা বলছে, বর্তমানে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ৫০ শতাংশ হিসাবই নিয়ন্ত্রণ করছে ব্যাংক বহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠান। তবে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এ খাতের অংশগ্রহণ যৎসামান্যই। মাত্র ৩৪টি এনবিএফআই এর মধ্যে ৩-৪টি ব্যতীত বাকী সবগুলোর অবস্থা ভালো নয়। সুতরাং আমরা একেবারে ব্যাংকের আদল থেকে বের হয়েও ইসলামী ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে পারি। এ দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা-ভাবনার সুযোগ রয়েছে।

উপসংহার

বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং ইন্ডাস্ট্রির শরী‘য়া পরিপালন এখনও অপ্রতুল। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ইসলামী ধারার ব্যবসা ও অর্থনীতিকে প্রত্যাশিত মাত্রায় উৎসাহিত করা হয় না। এ সংক্রান্ত আইনী অবকাঠামোও বেশ প্রাথমিক পর্যায়ে থেকে গেছে। এ পরিস্থিতিতে বিদ্যমান ইসলামী ব্যাংকিং কাঠামো দোষণীয় নয়। মুসলিম অধ্যুষিত দেশের মানুষের জন্য যে কোনো উপায়ে সুদ থেকে বেরিয়ে আসা খুবই প্রত্যাশিত বিষয়। মূলত এ চিন্তা থেকেই বিদ্যমান কাঠামোর ইসলামী ব্যাংকিং-কে সমর্থন করা হয়। তাই আমাদের পর্যবেক্ষণে, দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে চলমান ইসলামী ব্যাংকিং মডেল আপাতত চলতে পারে। তবে এতে শরিআহ পরিপালন আরও নিশ্চিত করতে হবে। পাশাপাশি ফ্র্যাকশনাল রিজার্ভ ব্যাংকিং ও পূঁজিবাদী সিস্টেমে গড়ে উঠা বিদ্যমান ব্যাংকিং কাঠামোর বিকল্প পথ হিসাবে প্রস্তাবিত ট্রেডিং হাউজ ও অন্যান্য মডেল নিয়েও আরও চিন্তাভাবনা ও গবেষণা শুরু করতে হবে। সময় এসেছে শুধু জায়েয বা বৈধতার গণ্ডি থেকে বের হয়ে উত্তম ও সামষ্টিক কল্যাণের পথে প্রবেশ করা এবং এ নিয়ে আরও গবেষণা ও চিন্তা অব্যাহত রাখা। এভাবে একদিন সুদভিত্তিক পূঁজিবাদী প্রভাব থেকে ইসলামের অর্থব্যবস্থাকে বের করে নিয়ে আসা সম্ভব হবে ইনশাআল্লাহ।

Bibliography

- AAOIFI, Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions. 2023. *Shari’ah Standards* (Bangla Version). Central Board For Islamic Banks Of Bangladesh
- Ibn Hanbal. Aḥmad. 1998. *Musnad Al Imām Aḥmad*. Bairūt: Dār Al Kutub Al-‘Ilmiyyah.
- Al sarakhsī, Abū Bakar Muḥammad ibn Aḥmad. 2001. *Al-Mabsūṭ*. Bairūt: Dār Al Kutub Al ‘Ilmiyyah.
- Al Atāsī, Muḥammad Khālid. ND. *Sharḥ Al Majallah*. Quetta: Maktaba Rashidia.
- Al Maṣūr, ‘Iīsā Daif Allāh. 2007. *Naḥriyyah Al Arbāḥ fī Al Maṣārif Al Islāmiyyah*. ‘Ammān: Dār Al Nafāis
- Al Qurahdāghī, ‘Alī Ibn Muḥyī Al Dīn. 1430H. *Al Asas Al Shar’iyyah Li Tawzī‘i Al Khasāir Wal Arbāḥ Fīl Bunūk Al Islāmiyyah Ma’a Bayān Al Nawāzil Al Khāṣṣah Bil Azimah Al Māliyyah*. NP.
- Al Uthmānī, Muḥammad Taqī. 2011. *Buḥūth fī Qaḍāyā Fiqhiyyah Mu’āṣarah*. Dimashq: Dār al Qalam.
- 2014. *Gaire Sudi Bankari*. Karachi: Maktaba Ma’ariful Qur’ān.
- Al Zuḥailī, Wahabah Muṣṭafā. ND. *Al-Fiqh Al Islāmī Wa Adillatuhu*. Dimashq: Dār al Fiqr
- Council of Islamic Ideology (CII). 1980. *Report on Elimination of Interest from the Economy*.
- Idris Meerathi, Muhammad Idris Meerathi. 2011. *Islami Maishat Buniyadi Khaqah*. Karachi: Makatabah Bayyinah
- Mumtāz, Aḥmad. N.D. *Char Masail, Benkari, Takaful, Digital Taswer, Currency*. Karachi: Ta’mire Mushara.